প্রেসিডেন্টের বক্তব্য

প্রিয় সদস্যবৃন্দ,
আসসালামু আলাইকুম,
সবেমাত্র অরকা সদস্যবৃদ তাদের প্রিয় রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে রি-ইউনিয়নে আনন্দঘন কয়েকদিন অতিক্রম করলো। যাঁরা অনিবার্য ব্যস্ততায় এই রি-ইউনিয়নে অংশগ্রহন করতে পারেন নি, প্রকাশিতব্য স্প্যান নি:সন্দেহে এই রি-ইউনিয়নের অনুভূতি তাদের মাঝে ছড়িয়ে দিবে।
প্রতিটি রি-ইউনিয়নই অরকাকে নতুন ভাবে উজ্জীবিত করে আগামী দিনের পথ চলাকে ত্বরান্বিত করতে। আর এবারে সবচেয়ে উলেখযোগ্য ছিল অরকা সদস্যদের অংশগ্রহনের বিশালতা । এই রি-ইউনিয়নে অরকার কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য আমাদের উপরে দায়িত্ব অর্পণ করায় সকল সদস্যবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা প্রত্যাশা করি নবগঠিত কমিটি অতীতের মতোই দেশে বিদেশে অবস্থানরত সকল অরকা সদস্যের ভালবাসা আর আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ হয়ে সফলতার নতুন মাইলফলকের দিকে এগিয়ে যাবে। নতুন কমিটি দায়িত্বগ্রহনের প্রাক্কালে আমা বিদায়ী কমিটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যাদের শ্রম এই স্প্যান সবার হাতে পৌঁছে দিচ্ছে তদেরও জানাই ধন্যবাদ।
অরকার চলমান কর্মকান্ড স্কলারশীপ, অরকা বেনেভোলেন্ট ফান্ড, অরকা বাড ফর লাইফ, অরকা পলী, অরকা হোমস্ সহ প্রতিটি কর্মকন্ডেই অরকা সদস্যদের সর্ব্বক অংশগ্রহন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্যে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাচি ছ। সর্বোপরি আমরা আশা করি অদুর ভবিষ্যতে অরকা-র একটি নিজ্বস্ব আবাসস্থল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমরা সফল হবো ইনশালাহ্।

আমাদের সবার আগামী দিনগুলো সুন্দর হোক।

Let all of us prosper together....

মির্জা কামরুল হাসান

উপদেস্টা মন্ডলী

ইঞ্জি. এম. সিদ্দিকুর রহমান (২/৫৩)
মীর্জা কামরুল হাসান (৩/১৩৯)
এম. মাহাতাবুর রহমান (৩/১২৯)
মোফাজ্জল হোসেন (১০/৫৬৭)
সাহাবুদ্দিন সরকার (১৬/৯০৪)

উপদেস্টা সম্পাদক

আব্দুস সোবহান (১২/৬৬২)
ফাহমিদুল হক (২১/১১৬৯)

সম্পাদক

নাজবুল হান্নান খান (২১/১১৩২)

সমন্বয়কারী

শ্রী (মিসেস নাজবুল ২১/১১৩২)
রিজভী (২৩/১২৬৮)

এবারের সংখ্যায় যারা কাজ করেছেন

আবু আহমেদ (২১/১১৬৭)
সামিউল (৩০/১৫৮৯)
এলাহী (৩০/১৬২৯)

সাজ্জাদ (৩২/১৭৪৩)
আহসান (৩২/১৭০৭)
প্রচ্ছদ
তারিক মাহমুদ তমাল (২২/১১৮৫)
কৃতজ্ঞতা জ্ঞ্যপন
অনিন্দ্য কম্পিউটার্স

সম্পাদকীয়

অবশেষে নবম রি-ইউনিয়ন শেষ হয়ে গেল। স্মৃতি রোমন্থনে মেতে উঠতে গিয়ে এদিন কটি এখন স্মৃতির পাতায় স্থান করে নিয়েছে। রি-ইউনিয়কে ঘিরে ছিল অনেক প্রত্যাশা। তার কতটুকু সম্ভব হয়েছে তা হিসেবের সময় এখন নয়, তবে চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়। যারা রি-ইউনিয়নে যেতে পারেননি তারা ঐ দিনগুলোতে মোক্তারপুরের সবুজ পূণ্যভূমিকে স্মরণ করেছেন বারবার। যারা রি-ইউনিয়নে থাকতে না পেরে আপশোষ করছেনে তাদের কথা মাথায় রেখেই অরকার এই উচ্চাভিলষী প্রয়াস-চাররঙা বিশেষ সংখ্যা স্প্যান। যদিও দুধের স্বাদ ঘোলে মেটেনা তবু...

রি-ইউনিয়ন শেষ হওয়া প্রায় ১ মাস হয়ে গেল। এসময়ের মধ্যে একটা চমৎকার স্প্যান বের করা তেমন দূরুহ কাজ না হলেও যথারীতি বিলম্বে শুরু এবং তাড়াহুড়ো...আর এ অজুহাতে ভুল ত্রুটিগুলোকে ক্ষমাসুন দর দৃষ্টিতে দেখার আবেদন নয়, কেননা অরকা পরিবারের প্রতিটি সদস্য নিজেদের ছোটোখাটো ত্রুটি ও ভুল বোঝাবুঝিকে উপেক্ষা করতে জানে বলেই অরকা এতটা পথ হেঁটেছে ও আরো অনেকটা পথ হাঁটবে...

Let all of us prosper together...

রি-ইউনিয়ন ফিরে দেখা

''শুভস্য শিঘ্রম" প্রবাদটি বরাবরের মতো এবারও ''শুভস্য বিলম্বম্"– অন্তঃত প্রাক্তন ক্যাডেটদের কাছে সত্য হয়ে ধরা দিয়েছে। রি-ইউনিয়নের তারিখ মাস পাঁচেক আগে ঠিক হওয়া, এর পরপরই ১৬টি কমিটি গঠন, সিদ্দিক ভাই ও রফিক ভাইয়ের জ্বালাময়ী তাড়া প্রদান– কোনো কিছুই ঘুম ভাঙ্গাতে পারে নি অরকার সদস্যদের। এরপরও দেরীতে শুরু করার মজ্জাগত শক্তিতে বলিয়ান অরকার বিশাল কর্মীবাহিনী যথারীতি সফল রি-ইউনিয়ন সমাপনে পারঙ্গম হয়েছে।

দিন কি তারিখ, সন্ধ্যা কি সকাল– গুলিয়ে ফেলে এ-এক অদ্ভুত কর্মযুদ্ধ। ২৫০-এর তিন তলায় নাওয়া-খাওয়া-খেলা-ঘুমানো, মাঝরাতের পর হঠাৎ মাহতাব (৩/১২৯) ভাইয়ের গজল, দীর্ঘ দিন অনুপস্থিতির পর হঠাৎ আসা কোনো সদস্যের পকেট কেটে মুসলিম সুইটস্। টেলিফোন ও সেল-ফোন-এর নিরবিচ্ছিন্ন আওয়াজ, স্যুভেনির-এ আরও একটি বিজ্ঞাপন– হঠাৎ করতালি। *হায় হায়, স্প্যান তো প্রেসে গেলো, সুভ্যেনির কবে যাবে*। হঠাৎ হাই তুলতে তুলতে কারও ঘুম ভাঙ্গলো বেলা বারোটায়– *কাল সারারাত ব্যানার লাগিয়ে সকাল ৮টায় ঘুমিয়েছি।* হয়ে যাক এক সেট টেবিল-টেনিস! দুপুর বা রাতের খাবার কোত্থেকে আসে? খেয়ে নিই চারটে গরম পুরি, চিনি গুলা চা বিনা প্রশ্নে, স্বাস্থ্য-সচেতনতা গুলি মারো! হ্যালো চিটাগাং থেকে বলছি– চারজন ৮ তারিখ সকালে পোঁছেই

রেজিস্ট্রেশন করবো, হ্যাঁ হ্যাঁ দু'বাচ্চা সহ। শেষ মুহূর্তে রি-ইউনিয়ন অর্থ-কমিটি ভুরু কুঁচকে– আরেকটি বিজ্ঞাপন, এ যেন চাঁদ রাতের শেষ খদ্দের– ক্লান্তি ছাপিয়ে ''আসুন-বসুন''। প্রতি সন্ধ্যায় টিং টিং টিং ... মিটিং-এ সর্বশেষ পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ন আলোচনা, অরকা ভাবীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। ব্যান্ড না সলো, অডিটরিয়াম না বাইরে মঞ্চ, বরাবরের ন্যায় সিনিয়ার ব্যাচগুলোর পরামর্শ, জুনিয়ার সদস্যদের ছুটাছুটি। হ্যালো নর্দান অরকা ... বাস আরেকটি বাড়াতে হবে।

অরকা পলীর কাপড়, শীতবস্ত্র– মোক্তারপুরের কনকনে শীতে অসহায় মানুষের পার্শ্বে। এরই মধ্যে OBL-এ ফোন, রক্তের প্রয়োজন রক্তের গ্রুপ বি-পজেটিভ। শ্রম, অংশগ্রহণ, আন্তরিকতা, যোগ্যতা প্রস্তুতির লক্ষ্যমাত্রকে ছাড়াতে পেড়েছে অবলীলায়।

যাত্রা শুরু

পুরোনো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়- সমবেত কোরাস। বাস ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে অরকা-প্রেসিডেন্টের হাতে স্যুভেনির-এর প্রথম কপি, কত দিন দেখা না হওয়া বন্ধু, বড়-ছোট ভাই ভাবী অরকার পরবর্তী প্রজন্ম। ২৫০ এলিফ্যান্ট রোড সেদিন চাঁদের হাট। ছয়টি বিলাসবহুল বাস, কার, জিপ, মাইক্রোবাস– গোনা সম্ভব হয়নি সব। সকাল ৮টা থেকে ১১টা ৩০মি: পর্যন্ত দফায় দফায় যাত্রা শুরু। সব শেষের বাসটি অরকা-স্টোর। বাসেই হালকা নাস্তা, চিপসের প্যাকেট ছোড়াছুঁড়ি, রায়হান-মামুনের (২৬/১৩৮৪, ২৬/১৪২৩) কণ্ঠে রি-ইউনিয়ন উপলক্ষে রিলিজড্ হান্নানাইজড্ মডার্ন সঙ-এর সেকেন্ড এ্যলবাম। পথে গ্রামীনের সার্বক্ষনিক নেটওয়ার্ক ফলত আন্তঃগাড়ী সার্বক্ষণিক যোগাযোগ। পদ্মাপাড়ের রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ আর কতদূরে! আর কত প্রতীক্ষা! এ-ব্যাকুলতা আর অস্থিরতার মধ্যেই অপরাহ্নে এসে পৌঁছানো বিরতি স্থল যমুনা পেরিয়ে হোটেল এরিস্টোক্র্যাট। অগ্রবর্তী দলের ইমরোজ ভাই(১১/৬২৯), আবু(২১/১১৬৭), ইয়াহিয়া (২৮/১৫১৪) প্রস্তুত মধ্যাহ্নভোজের আয়োজনে। অরকা সদস্যদের অংশগ্রহণ লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেলেও সঠিক ব্যাবস্থাপনা ও আন্তরিকতার কারণে খাওয়া-দাওয়া শেষে আবার মাইলফলক গোনা– লক্ষ্য সেই সবুজ পূণ্যভুমি যেখানে পোঁতা আছে আমাদের সকলের ভালবাসার নাড়ী।

হাতছানি

'উত্তেজনায় ফেটে পড়া'– এই অনভিূতিটি প্রকাশের অন্য কোনো কায়দা বাংলা সাহিত্যে থাকলে ভালো হতো। বানেশ্বরে বাঁক নিতেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে অরকা আর রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের জয়ধ্বনি। ক্রসকান্ট্রি রেসে বানেশ্বর, হলদিগাছি, মোক্তারপুর ট্রাফিক মোড়– ক্লাস সেভেনে এখান থেকে দৌড়েছি। একাডেমিক ভবনের উঁচু মাথা, পানির ট্যংকি, এখনও চোখে পড়ছেনা কেন? প্রথম গেট ঐ এলো– মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি এরই মাঝে কোনো ভাবীর অবাক প্রশ্ন– *দেখে মনে হচ্ছে প্রিয়া মিলনের উত্তেজনা!* বিস্ময়কে আরও দৃঢ় করলো এক্স-ক্যাডেটদের হ্যাঁ-বোধক চিৎকার। মেইনগেটে ঢোকার আগেই সদস্যদের গলা ততক্ষণে খান খান। ঐ-তো আলো ঝলমল ক্যাম্পাস আচঁল মেলে ডাকছে! ঐতো গম্ভীর পদ্মা, ঐ-তো দেবদারু, ঐ-তো এক নম্বর, দুই নম্বর ... ফুটবল মাঠ, আমার বাস্কেটবল গ্রাউন্ড। প্রতিটি ঘাস, প্রতিটি গাছ, প্রতিটি কণা আমার! হঠাৎ বাসের সঙ্গে একটি ফুল গাছের ধাক্কা– শামীম (২১/১১৭৪) ফেটে পড়লো! *একটি গাছ যাতে না ভাঙ্গে* ! এ চত্বরের সমস্ত জায়াগা জুড়ে আমার অস্তিত্ব, আমার ভালবাসা, আমার ঐতিহ্য, আমার অহংকার।

অভ্যর্থনা

প্রথম দিকে যে বাসগুলো কলেজের গেট পেরিয়েছে বিশেষ করে নর্দান অরকা তাদের জন্য ছিল অদ্ভূত অভিজ্ঞতার অনুভুতি। গেট থেকে শুরু করে রাস্তার দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ বর্তমান ক্যাডেটরা। অরকা সদস্যরা বাস থেকে একে একে নেমে নিজের নাম ও হাউজের নাম বলতে বলতে এগুচ্ছে। হঠাৎ বাচ্চা মুখগুলো নিজের হাউজের নাম কমন পড়লে চিল চিৎকার! সদস্য ভাবীরা হতভম্ব কেইসটা কি? পরে ভাইয়ের কাছে ব্যাখ্যা শুনে বিস্মিত।

পৌঁছানোর রাতে বর্তমান ও পুরোনো ক্যাডেটদের মাঝে মেলামেশার সুযোগ ছিল সামান্যই। বুঝে ওঠার আগেই কিছু জুনিয়র ক্যাডেটকে ধরে আনা সুভ্যেনির সাজানোর কাজে। কেউ কেউ ব্যস্ত অতিথি বড়ো ভাইদের জন্য ম্যাট্রেস, কম্বল ইত্যাদি টানাটানিতে। জটলা চলছিল বর্তমান ক্যাডেটদের নিজেদের মধ্যে তখনও। মনে হয় সহজ হতে সময় নিচ্ছিল। অথবা কলেজকে ছেড়ে আসবার পর বড় ভাইদের কলেজের প্রতি প্রকৃত ভালবাসা যেভাবে ধরা দেয়– তার উচ্ছ্বাস তাদেরকে বিহ্বল রেখেছিল। এরই মধ্যে একটা জিনিস কিন্তু থেমে ছিলনা– *ভাই আপনি কোন হাউজ?* উত্তরে নিজের হাউজের নাম উচ্চারিত হলে প্রশ্নকর্তা ও আশেপাশের কয়েকজন হঠাৎ হৈ চৈ, উচ্ছ্বসিত। সাথে সে-হাউজের পক্ষে আরো কয়েকটি বিশেষণ। উত্তর পক্ষে না গেলে কৃত্রিম তাচ্ছিল্য।

চমৎকার ! লাল, নীল, সবুজের যে রঙ কিশোর-হৃদয়ে দাগ কাটে তা থেকে যায় আজীবন। ক্যাডেট কলেজের সমস্ত কার্যক্রমে একসাথে অংশগ্রহণ করে বন্ধুত্বের নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থেকেও হাউজ ফিলিংসের কারণে একে অপরকে ছাড়িয়ে যাবার যে প্রতিযোগিতা চলে, তা বিস্ময়কর।

পথের ক্লান্তি ছুতেই পাড়েনি কাউকে। রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ এর আগে কখনও এত সন্তানকে বুকে পায়নি, অনেকের মিলন মেলা অথচ শান্ত গম্ভীর রাতের অন্ধকার, রহস্যদীপ্ত আলোকসজ্জা। ডাইনিং হলে ডিনার পেরিয়ে লেট নাইট টি। কাশিম হাউজের পুরোটা প্রক্তন ক্যাডেটদের জন্য, তারিক হাউজের দোতলা ভাবী আর বাচ্চাদের দখলে। কোনোরকমে লাগেজ দিয়ে রুমের দখল নেয়া। তখনও কি ছাই সবাই জানতো এই চার দিনের পুরোটাই ছিল একটা ঘুমের ঘোর।

রাত ১২টা না ভোর ৪টা, বোঝার উপায় ছিলনা। দুষ্টু ছেলের দল রিজভী (২৩/১২৬৮), তমাল(২২/১১৮৫), আবরার(২২/১১৯২), আবেদীনের(২৩/১২৬০) লেফ্‌ট-রাইট, মুখে অদ্ভুত আওয়াজ– তারিক, কাশিম, খালিদের বারান্দা তখন কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারী

সকাল হতে না হতেই প্রস্তুত অরকা, প্রস্তুত রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ। রি-ইউনিয়ন ২০০২-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। প্রাতঃরাশের পর ফর্মাল ড্রেসে সকলে হাজির প্যারেড-গ্রাউন্ডে। বর্তমান ক্যাডেটদের কুচকাওয়াজ, আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী ভাষণপর্ব, বেলুন ও পায়ড়া ওড়ানো, রি-ইউনিয়নের ঢাউস সাইজের কেক কাটা– পুরো অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়।

আর্তের সেবা নির্মল আনন্দের এবং স্বতঃস্ফূর্ত চেতনার অংশ। সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর পরই একদিকে স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসুচী, অপরদিকে অরকা পলীতে নতুন কম্বল– রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের পার্শ্ববর্তী অভাবী মানুষদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ। রক্তদান কর্মসুচীতে বিপুল উৎসাহ ছিল, ছিল উপহার হিসেবে রং-বেরঙের তোয়ালে। বাড়তি আকর্ষণ বর্তমান ক্যাডেটদের রক্তদানের উৎসাহ, রক্ত দিতে গিয়ে অসুস্থ (!) হয়ে ভাবীদের কোমল সেবা গ্রহণ। এতগুলো অনুষ্ঠানের ফাঁকে টি ব্রেক ও লাঞ্চের সময় ডান হাতের কাজ সবাই নিজ দায়িত্বে সেরেছেন সুশৃঙ্খলভাবে।

লাঞ্চের পর কাশিম হাউজের হাউজ প্রিফেক্টের রুমের সামনে তথা অরকা স্টোরের সামনে শুরু হয় রি-ইউনিয়ন গিফট্ বিতরন। বিকেলে ভলিবল গ্রাউন্ডে বর্তমান ও প্রাক্তন ক্যাডেটদের লড়াই। কলেজ গেটের বাইরে তখন অন্য দৃশ্য। কলেজ জীবনের মধূর স্মৃতি জড়িয়ে আছে ক্যাম্পাস বাউন্ডারিকে ঘিরেও। নিরিবিলি-অবলোকন, পদ্মার বাঁধানো পাড়, কৃষ্ণচুড়া, জেলেদের মাছ ধরা, হারেছের দোকানে কখনও হারেছিং, চকচকে চরের ওপারে সূর্যের হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া ... পদ্মা তুমি আছো– আমার কৈশোরের ভালবাসায় দুরন্তপনা, গোপনে ধারণ করেছ সব। আমি ফিরে আসি, আসব বারবার, খুঁজে নেব আমার স্বপ্নীল সব দিনগুলো।

পদ্মার পাড়, নৌকা, বাঁধানো বেঞ্চিতে ভাবি বাচ্চাদের সঙ্গে অরকা সদস্যরা ফিরে গেছে কৈশোরে । এই, এই খানে–ঐ ঐ খানে ঐ সেই কৃষ্ণচূড়া– ওর নিচেই তো জীবনের ... প্রথম ...। তাড়া খেয়ে পালাচ্ছিলাম ...।

সন্ধাবেলা সবাই হাজির লাইব্রেরির পেছনে। উঁচু মঞ্চ। প্রথমে বর্তমান ক্যাডেটদের পরিবেশনা। ছিল প্রাণ, ছিল উদ্দীপনা। দর্শকসারীর পেছনে ততক্ষণে ক্লাস এইটের এক ঝাঁক ক্যাডেটের সঙ্গে সমানে পালা দিচ্ছেন ছানা ভাই (৬/৩০০)। কখনও নাস্তানুবাদ খুদে তার্কিকদের কাছে বিষয় থেকে বিষয়ন্তরে। অন্তঃত এই মুহূর্তগুলো– একদিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অন্যদিকে বর্তমান ও প্রাক্তন ক্যাডেটদের রি-ইউনিয়নের আনন্দঘন পরিবেশ থেকে ভালবাসা শুষে নেবার তুমুল আগ্রহ। ছানা ভাইয়ের কথাটি এখনও কানে বাজছে। *সমস্ত পেশাগত ব্যস্ততা জটিলতাকে পেছনে রেখে যোগাযোগের উপায়গুলোকে বিচ্ছিন্ন করে হাজির হয়েছি। রি-ইউনিয়নের সমস্ত রূপ-রস-গন্ধকে একান্তভাবে পেতে চাই।*

একেতো নাচুনী বুড়ি, তার উপর ঢাকের বাড়ি। দেখে মনে হয়, নাচের জন্য মানসিক প্রস্তুতি পূর্ব থেকেই– অপেক্ষা শুধু বাদ্যের। ডিনারের পর নর্দান অরকার ব্যবস্থাপনায় রি-ইউনিয়নের কনসার্ট। প্রথম দিকে একটু জড়তা থাকলেও কাটতে সময় লাগেনি। উদ্দাম নৃত্য– অরকা সদস্য, ভাবী, পরবর্তী প্রজন্ম এবং বর্তমান ক্যাডেট। সামনের সারিতে যে-কজন সিনিয়র অরকা সদস্য বা ভাবীরা আসনে বসেই দুলছিলেন, শেষ পর্যন্ত কখন যে নাচের বৃত্তের মধ্যে হাত পা ছোড়াছুড়ি করতে শুরু করেছিলেন বুঝতেও পারেননি। এরই মধ্যে মাঝ রাত গড়িয়ে গেছে। পরের রাতে জনপ্রিয় ব্যান্ড সোলস্ এর কনসার্টের জন্য নেট প্রাকটিসটা যে আশাতীত আনন্দ দেবে, পূর্ব থেকে কেউ ধারণাও করতে পারেনি।

তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারী

পরের দিন সকালেই অরকার বার্ষিক সাধারণ সভা। সেই সঙ্গে নতুন নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন। নির্বাচন সমাপ্তির পর রি-ইউনিয়নের অন্যতম আকর্ষণ রিভার্স অর্ডার। অতএব চটজলদি ডাইনিং হলে ব্রেকফাস্ট। ব্রেকফাস্ট সেরে সবাই জড়ো হয়েছেন লাইব্রেরির পেছনে। এবারের রি-ইউনিয়নে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বিবেচনা করে প্রথম থেকেই এই জায়গাটি হয়ে উঠেছিল বিকল্প অডিটোরিয়াম।

প্রথমে সাধারণ সভা। পুরনো কমিটির প্রেসিডেন্ট, মহাসচিবের আবেগময় ভাষণ। অরকার সাধারণ সদস্যগণ উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানালেন পুরনো এক্সিকিউটিভ কমিটিকে। নির্বাচনের শুরুতেই অরকার সংবিধান মেনে নির্বাচন কমিশন গঠন। মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে একে একে পদাধিকার নির্বাচন। ওদিকে রি-ইউনিয়নের সময়সূচি অনুসারে রিভার্স অর্ডারের সময় শুরু হয়ে গেছে। ফলত আর দেরী নয়, এ-সুযোগের সদ্ব্যবহার আরম্ভ বর্তমান ক্যাডেটদের মধ্যে। ততক্ষণে জুনিয়রদের দাপটে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত। অবস্থা এমন যে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করতেও নাজেহাল। অতি উৎসাহী কয়েকজন ক্ষুদে ক্যাডেটকে রেঞ্জের ভিতর পেলেই বসিয়ে দেয়া হচ্ছে।

অরকা সদস্যদের রুমে রুমে অরকা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত যে-আচরনবিধি টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়েছিল তাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল রিভার্স অর্ডার চলাকালীর সময়ে কোনো সিনিয়র কোনো জুনিয়রের আদেশ অমান্য করলে পাঁচশত টাকা জরিমানা। তবে কোন কোন ভাবীর বিরুদ্ধে সাবোটেজের অভিযোগও ছিল। পানিশ্‌মেন্টরত অবস্থায় ভাইদের কেমন নাজেহাল অবস্থা হয় দেখার জন্য অনেক জুনিয়রের সাথে তাঁরা আতাঁত করেছিলেন বলেও শোনা যায়। একদিকে হ্যান্ডস্‌ডাউন পজিশন, অন্যদিকে ক্যামেরার ক্লিক। কি মজা– এক পাওয়ারফুল ক্যাডেট এক বড় ভাইকে ঘোড়া বানিয়ে চড়ে বসেছে ওদিকে কয়েকজন আবার এক বড়ো ভাইয়ের কাঁধ ধরে ঝুলু খাচ্ছে। ডাইনিং হলের সম্মুখের ফোয়ারায় চ্যাংদোলা করে ফেলে দেয়া ছিল কমন শাস্তি। তবে সবই সীমিত সময়ের জন্য। মামদুদুর রশীদ গাড়িতে করে রিভার্স অর্ডার চলাকালেই জরুরি কারণে রিইউনিয়ন থেকে চলে যাচি ছলেন। কিন্তু বর্তমান ক্যাডেটরা তাকেও রেহাই দিল না। তাকে গাড়ি থেকে নেমে ভাবীর সামনে হ্যান্ডসডাউন হতে হলো এবং তারপরই গাড়িতে আবার ওঠার অনুমতি পাওয়া গেল। পরে অবশ্য যথাসময়ে বাঁশি এবং ক্ষমতার পালাবদল।

রিভার্স অর্ডারতো শেষ হলো, হঠাৎ রকেট (১৬/৮৯৮) ভাইয়ের গলা মেগা ফোনে ভেসে এলো– ভাবীরা সবাই

শাড়ী খুলে ফেলুন, বাকিটুকু (এবং সালোয়ার কামিজ পরুন) না শুনেই সবার চকিত আতঙ্ক । এবার তদের রিভার্স অর্ডারের পালা । তবে শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্রে সাড়া না মেলায় এ-যাত্রা ভাবীরা রক্ষা পেলেন । বড়ো ভাইরা ডাইনিং হলের সামনে নাকানি চুবানি খেয়ে ছুটছেন বাথরুমে । মাঠে শুরু হল প্রাক্তন আর বর্তমান ক্যাডেটদের মধ্যে সীমিত ওভারের ক্রিকেট ম্যাচ ।

মধ্যহ্ন ভোজের পর কিছুটা অলস দুপুর । ছড়ানো ছিটানো আড্ডা আর রিভার্স অর্ডারের গা-ব্যাথা নিয়ে শুরু হল বাস্কেট-বল কম্পিটিশন । ভাবী ও বাচ্চাদের অংশগ্রহণে মজার খেলা । পরের দিন ফেরা, রি-ইউনিয়ন শেষ হয়ে আসছে, মনটা ভারাক্রান্ত । ফাগুন আসি আসি করছে, গুটি গুটি পায়ে সূর্য এগিয়ে চলেছে পশ্চিমে । হাঁটি হাঁটি করে নতুন তৈরী হওয়া ক্যান্টিনে চা । আরেকটু এগিয়ে আবারও নিরিবিলি-অবলোকন । নিরিবিলি পরিবেশে অতীতের সময়গুলো অবলোকন করা ছাড়া কি বা করার আছে ।

এ-ক্যাম্পাসে প্রকৃতির অকৃপণ আঁচলে মুখ গুঁজে কখনওতো বুঝিনি কত বিশাল, কত নির্মল ছিল আমার বেড়ে উঠা । একে একে আরও অনেক মুখ ছোট-বড়ো ভায়েরা, বাচ্চা, ভাবী–অনায়াসে বলে দেয়া যায় সকলের মুখ আস্তে আস্তে ভরাক্রান্ত হয়ে উঠছে–এ-মিলনে মেলা শেষ হয়ে আসছে যে! মনের কোথায় যেন বিদায়ের বাঁশি বাজতে শুরু করেছে ।

মাগরিবের নামাজের পর অরকার কালচারাল প্রোগ্রাম । অংশগ্রহণে সদস্য, ভাবী, এবং পরবর্তী প্রজন্ম । কবিতা, গান, প্যারোডি, কৌতুক নকশা, স্মৃতিচারণ । এক সময় যারা মোস্তফা অডিটোরিয়াম কাঁপিয়েছে তারাই মাইক্রোফোনের সামনে । সময় স্বল্পতার কারণে অনেক কথা, অনেক গান, অনেক অনুভূতি না বলাই রয়ে গেল । অনুষ্ঠানের মাঝে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল নতুন এক্সিকিউটিভ কমিটিকে । পুরনো স্যারদের হাতে তুলে দেয়া হল শ্রদ্ধার স্মারক ।

ডিনারের পর বিশেষ আকর্ষণ অরকার আয়েজনে সোল্‌সের কনসার্ট । কোনো কথা না– প্রথম থেকেই হিট । এবারের রি-ইউনিয়নে ৩২টি ব্যাচ অংশগ্রহণ করায় বিভিন্ন বয়সের সমাহার, তথাপি বর্তমান ছয়টি ব্যাচের ক্যাডেট । দর্শক-শ্রোতাদের জেনারেশন ভিন্নতাকে বিবেচনায় এনে গানের সিলেকশন ছিল দুর্দান্ত । সোল্‌স কৃতার্থ অসম্ভব লাইভ দর্শক শ্রোতা পেয়ে, আমরা কৃতার্থ উচ্ছ্বাস ও উদ্দেমের তুঙ্গে পৌঁছে । নাচতে কেউ বাদ থাকে নি । ভাগ্য ভাল অডিটোরিয়ামের বিকল্প হিসাবে লাইব্রেরির পেছনটা বেছে নেয়া হয়েছিল । প্রশ্ন হল, এই উদ্দাম নৃত্যের শক্তি জোগালো কে? রাত দুটোর সময় ড্রামে শেষ বাড়িটা পর্যন্ত কেউ চলে যায়নি এ-আসর ছেড়ে ।

রাত্রির শেষ প্রহর, কোনো ঘুম নয় । কাসিম হাউজের ব্যালকনিতে জমে উঠল আরেক কনসার্ট । মাহাতাব ভাইয়ের গজল । কেউ কেউ ক্যাম্পাস পরিভ্রমণে– এই নারিকেল গাছ বেয়ে উঠেছি অবলীলায়, এমনি কোনো রাত্রি-অন্ধকারে অথবা প্রিন্সিপাল বাংলোর সামনে পেয়ারা বাগান । অতীতের সেই মেহগনী, দেবদারু, বটলব্রাশগুলো অনেক বড়ো এখন । ডাইনিং হলের পেছন দিক, শফি ভাইয়ের বাসার সামনে দিয়ে আখ ক্ষেত- ধুপিখানা অনেকটা চলে এসেছি । হাসপাতালের ভূত, গা ছমছম আজ থেকে দশ-বিশ-ত্রিশ বছর আগে এখানেইতো তাকিয়ে থেকেছি ..., ফিস্ ফিস্ শব্দ ... এক্সট্রা ড্রিল ।

বিদায়

১১ ফেব্রুয়ারী, আজ কলেজে শেষ দিন । চারিদিকে বিদায়ের বাশিঁ । ভোর থেকে অনেকে ফিরে যাচ্ছেন । সর্বত্র আলস্য আর ছন্দহীনতা । ব্রেকফাস্টে তেমন তাড়া নেই, বিদায়ী কথাবার্তা আর এ-ক'দিনের অসম্ভব ভাললাগাকে ছেড়ে যাবার আফসোস ।

.... দুইজন ... তিনজন ছোট ছোট দলে আড্ডা আর ছবি তোলার হিড়িক তখনও টিকে আছে । ফোন নম্বর আর ঠিকানার আদান প্রদান । এরই মধ্যে শুরু হল রি-ইউনিয়নের সর্বশেষ আনুষ্ঠানিক পর্ব ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং । অনেকটা ভাঙ্গা হাটের দৃশ্য । একে অপরের দিকে তাকিয়ে মন খারাপ করা ছাড়া কিছুই করার নেই । লাঞ্চের পর বাস ছাড়া শুরু করল । গাড়িতে লাগেজ তোলা হচ্ছে । অলস ভংগিতে এদিক ওদিক হাঁটা হার্টি একাডেমিক ভবন

পার হয়ে কি মনে করে রিক্সা নিয়ে আরেকবার অরকা পলীতে ঢুঁ মারতে ইচ্ছে হল । পলীতে কথায় কথায় এক বৃদ্ধার সাথে আলাপ । আলাপে বেরিয়ে এল এখানে আশ্রয় নেয়া আত্মীয় স্বজনহীন এই বৃদ্ধাটি ডাইনিং হলের বেয়ারা মৃত মোনতাজ নানার স্ত্রী । শেষ বয়সে এসে এখানে ঠাই পাওয়ার কথা বলতে গিয়ে কৃতজ্ঞতায় অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠল । কিছুটা বাকরুদ্ধ । মনে পড়ল মোনতাজ নানার কথা, ক্লাস সেভেন...এইটে...আরও পরে এরাই তো জড়িয়ে ছিলেন আমাদের সঙ্গে । অরকা এই পলীটা গড়ে তোলার মধ্যদিয়ে সামান্য হলেও দায়িত্ব পালন করেছে । মনটা আবেগে আর্দ্র হয়ে উঠল । আমি সেই অরকার একজন সদস্য.. নির্মল এই ভাল কাজটির একজন অংশীদার ।

ফেরার পথে বাস খুব জোরেই ছুটছিল মনে হয় । পথে রানা - ওয়াসেদ এর অসাধারণ গান কিছুক্ষণের জন্য হলেও অদুর বিরহকে ভুলিয়ে রেখে ছিল । সর্বশেষ বাসটি ঢাকায় পৌছল তখন তারিখ ১২ই ফেব্রুয়ারী হয়ে গেছে ।বাস থেকে নেমে মাঝ রাতে রিকসায় বাসায় ফিরছি । তখনও মোহসিন (২৬/১৩৯৫) ব্যাগ কাঁধে রিক্সার অপেক্ষায় । মনটা কেঁপে উঠল । নির্জন রাজপথে একাকী তরুন ব্যাগ কাঁধে দাঁড়িয়ে----------মনে হল নাহ্ পরদিন সন্ধ্যে বেলা ২৫০ এলিফ্যান্ট রোড যেতেই হবে ।

ফিরে দেখি অনুভবে

আমাদের বাস কেবলই ট্রাফিক মোড় পেরিয়ে পদ্মাকে পাশে রেখে কলেজের দিকে এগুতে শুরু করেছে । বুকের ভেতরে অদ্ভূত ভালোলাগা, উত্তেজনায় কথা বলতে ভুলে গেছি । যেদিন প্রথম আমার প্রেমিকার নি:শব্দ সান্নিধ্য পেয়েছিলাম সেদিনও এতোটা শিহরিত হইনি । আমার কলেজ, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ছয়টি বছরের প্রতি মূহুর্তের সাথী । বড় বেশী চেনা এই কলেজ । কিন্তু হঠাৎ কলেজের সীমানা থেকে পদ্মার পাড় পর্যন্ত সুদৃশ্য দেয়ালটি এলো কোথা থেকে? ঢোকবার মুখেই 'স্বাগতম, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ' লিখাটিও তো ছিল না । ভুলেই গিয়েছিলাম, ক্যাডেট থেকে প্রাক্তন ক্যাডেট হয়েছি দশ বছর আগে । এর মাঝে মাত্র একবার এসেছি এখানে । তাও পাঁচ বছর আগে, গত রিইউনিয়নে । এই দীর্ঘ সময়ে পরিবর্তন তো হবেই । পদ্মার পাড়ে কলেজের এখন একটা সুনির্দিষ্ট বাউন্ডারী হয়েছে । বনায়নের বয়সের সাথে সাথে বেড়েছে তার শ্যামল শ্রী । আমার প্রিয় কলেজের এই পরিবর্তনটি দেখতে দেখতে কলেজ সীমানায় প্রবেশ করলাম ।

কলেজের প্রধান গেট দিয়ে প্রবেশ করতেই অনেকগুলো নতুনত্ব আমাকে থমকে দিল । ছয় বছরের অভ্যস্ত চোখের সাথে বেমানান লেগেছে প্রিন্সিপ্যাল অফিসের সামনের দুটো আবক্ষ মূর্তি, গার্ডরুমের পাশের কার্ড ফোন বক্স । হঠাৎ মনে পড়লো, আমাদের সময়ে অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ কথা বলতেন আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল(!) আমলের টেলিফোনে । সেটে লাগানো হ্যান্ডেল প্রবল বেগে ঘোরাতে হতো.... কথা বলতে হতো এতো জোরে, মনে হতো মিছে-মিছি কানে রিসিভার ধরে রাখা । এমনিতেই সে চিৎকার একাডেমিক বক থেকে প্রিন্সিপ্যাল অফিসে শুনতে পাবার কথা । একাডেমিক বিল্ডিংযের সামনের বিশাল গোল চত্বরের ঠিক মাঝখানে একটি খ্রীসমাস গাছ ছিল । ওই গাছটি ছিল আমাদের কলেজের সেরা অলংকারগুলোর একটি । গাছটি আর নেই । জানলাম, মরে যাচ্ছিল তাই কেটে ফেলা হয়েছে । দমে গেলাম, এত্তো সুন্দর গাছটা আর নেই? পাশে তাকাতেই আবারো বিস্ময়, এখানে তো এক সারিতে বটলব্রাশ গাছ ছিল, পাশ দিয়ে প্যারেড করে যাবার সময় লাল-লাল ফুলগুলোর নির্মল ছোঁয়া লাগতো কাঁধে । গাছগুলো গেলো কোথায়? তাহলে এগুলোও কী.... না, বটলব্রাশগুলো আছে । প্রথম নজরে দেখতে না পাবার কারন, অভ্যস্ততা । আমার অভ্যস্ত চোখ যে উচ্চতায় তাকিয়েছিল গাছগুলো তার চাইতে এখন তিনগুন উচ্চতায় । আবারো মনে হলো দশ বছর তো কম সময় নয়! প্রিন্সিপ্যালের অফিসের পেছনে ছিল পেয়ারা বাগান । রেষ্ট টাইম, ফ্রী টাইমে পেয়ারা চুরি করতে আসতাম । এখন সে

পেয়ারা বাগান নেই। আছে মাত্র ৮/১০টি গাছ। বাগান কেটে গড়ে তোলা হয়েছে কলেজের নিজস্ব পোষ্ট অফিস, ক্যান্টিন। যে কোন বিচারে এটি উন্নয়ন। কিন্তু বোকার মতো আমার বারবার মনে হচ্ছিল, আহা! যদি পুরো বাগানটাই থাকতো? এখানকার প্রতিটি পেয়ারাগাছে আমার হাজারো স্মৃতি। স্বপ্নেও পেয়ারা চুরি করেছি এ বাগানে। পদ্মার পাড়েও পরিবর্তন। 'নিরিবিলি' আর 'অবলোকন', ছিল ভগ্ন প্রায়। বাঁধ এলাকাও ছিল এবরো-থেবরো। সারিবদ্ধ ইটের উপরে শক্ত লোহার নেট পা খুঁচিয়ে দিত। বর্তমানের নিরিবিলি-অবলোকন আধুনিকতায় সাজানো গোছানো। নদীর অনেকদুর গভীরতায় নেমে গেছে শান বাঁধানো সিঁড়ি। কলেজে প্রবেশ পথের এক ধারে স্মৃতিস্তম্ভে খচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে মহান শহীদদের উজ্জল নাম আর একধারে কলেজের ইতিহাস। মুক্তিযুদ্ধে পরম শ্রদ্ধেয় সাত বীরশ্রেষ্টের নামে নামকরন করা হয়েছে কলেজের বিভিন্ন ভবনের। ক্যাডেটদের সুযোগ সুবিধার দিকে তাকালেও চোখে পড়বে পরিবর্তনের প্রতিফলন। ক্যাডেটদের কল্যাণে কলেজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটা উন্নত কম্পিউটার ক্লাব। সেই সাথে তাদের এন্টারটেইনমেন্টের জন্য তিন হাউজেরই টি.ভি রুমে সংযোজিত হয়েছে একটা করে ২৯" কালার ফ্লাট টেলিভিশন। আমাদের সময়ে ছিল মান্ধাতার আমলের সাদা-কালো টেলিভিশন। অনেক সময় ছবি দেখা যেতো না। শুধু শব্দ শুনতাম, যেন রেডিও। ছবি এলেও তা এমন ভাবে কাঁপতো যে চোখের ফ্রি-হ্যান্ড ক্ষতি হয়ে যেতে পারতো যে কোন সময়। লাইব্রেরী আর একাডেমিক বিল্ডিংয়র মাঝখানের স্থানটুকুতে বাংলাদেশের মানচিত্র আর ডাইনিং হলের সামনে 'দোয়েল চত্বর' দেখেছি গত রিইউনিয়নেই। অনেক অনেক পরিবর্তন। বর্তমান ক্যাডেটদের কাছে এই পরিবর্তিত অবস্থাটাই স্বাভাবিক। শুধুমাত্র একটি পরিবর্তনের কথা শুনে তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল। আমাদের সময় কলেজ বাউন্ডারীটা অনেক নীচু ছিল। এখন অনেক উচুঁ (হারেছিং'এ অসুবিধা তো বটেই!)। আমাদের কামনা, শুধু বাউন্ডারী নয় রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের ঐতিহ্য হিমালয়ের উচ্চতায় অবস্থান করুক সর্বক্ষন। সেখান থেকে তার ঔজ্জ্বল্য ছড়িয়ে পড়ুক দেশের প্রতিটি ঘাটে, প্রতিটি কোনায়, প্রতিটি প্রান্তে।

রিইউনিয়ন-বসন্ত-ভ্যালেন্টাইন ... এ-যেন সোনায় সোহাগা

রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের সবুজ চত্বর কাকে না মুগ্ধ করে। ফাল্গুন আসতে আর দিন কয়েক বাকি। গাছে গাছে

নতুন পাতা, মৌসুমী ফুল আর পাখির সমাহার। ভ্যালেন্টাইন ডে দুয়ারে কড়া নাড়ছে। একে তো রি-ইউনিয়ন মিলন মেলা, তার সংগে যদি থাকে লাইফ পার্টনার, তা হলে তো কথাই নেই। নাগরিক জীবনের ব্যস্ততা আর বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেয়ে কতো জনই না হারিয়ে গেছেন দুজনে দুজনায়। একদিনের যেকোনো স্টই উলেখ করার মতো। মর্নিং ওয়ার্কের নাম করে শিশির ভেজা ঘাসে বিশুদ্ধ হাওয়া খাওয়া, মাঘ রাত্তিরে হাল্কা কুয়াশা ঘেরা রাস্তায় হাঁটা, নতুন গজিয়ে ওঠা ক্যান্টিনের বেদিতে গরম চায়ে চুমুক দেওয়া, হাত ধরা-ধরি করে আরেকটু এগিয়ে কৃষ্ণচূড়া আর শান্ত পদ্মার হাতছানি তো আছেই। ভাবুন তো রাত দুটোর সময় হারেসের দোকানে রসগোলা , চানাচুর সহযোগে পার্শ্বে প্রিয়জনটি। কেউ কেউ তাড়া-হুড়ো করে নাকি সাদি মোবারক পর্বটি রি-ইউনিয়নের আগেই সেরেছেন কিন্তু যাদের কপালে এখনো শিকে ছিঁড়লোনা! আহা বেচারা! অপেক্ষা আসছেবার ...

ধন্যবাদ তোমাকে..... সেল ফোন!

রিইউনিয়নের তিনটি দিন প্রাক্তন ক্যাডেটরা নির্দ্ধিধায় গ্রামীনের সেল ফোন ব্যাবহার করতে পেরেছেন। ফোনের নেটওয়ার্কও ছিল চমৎকার। অথচ ইউসুফপুর এলাকার এই অংশে নেটওয়ার্ক পাওয়াই যায়না। রিইউনিয়ন উপলক্ষে গ্রামীন কতৃপক্ষ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের 'কারিগরী বিভাগে'র বিল্ডিংয়ের ছাদে অস্থায়ীভাবে বিশেষ প্রযুক্তি স্থাপন করেছে। প্রথমে অস্থায়ী হলেও জানা গেছে এখন থেকে তা স্থায়ীভাবেই থেকে যাবে। এই প্রযুক্তি স্থাপনের ফলে কলেজের দুই কি:মি: ব্যাসার্ধের মধ্যে যে কেউ গ্রামীন সেল ফোনের সর্ব্বোচ্চ নেটওয়ার্ক পাবেন। পুরো ব্যাপারটার কৃতৃত্ব পাবে সায়েম (২৩/১২৬৬)। গ্রামীন ফোনে কর্মরত সায়েম স্ব-উদ্যোগে এই বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। সায়েমকে ধন্যবাদ। কলেজে কথা হচ্ছিল গ্রামীন সেল ফোনের এই বিশেষ সুবিধা নিয়ে ।আল-আহসানের (২৩/১২৬৭) স্বভাবই হচ্ছে খুঁত ধরা। ওর মন্তব্য, আমরা কলেজে লুঙ্গি লুকিয়ে আনতাম। এখন থেকে ক্যাডেটরা নিশ্চয়ই সেল ফোন ..... । কথা শেষ করার আগেই ওকে থামিয়ে দিয়ে আবেদীনের (২৩/১২৬০) মন্তব্য, তুই চুপ কর। তোকে এডজুটেন্টগিরি করতে হবে না।

হাঙ্গর আতিক ও কিছু নাচ!

অরকা সদস্যদের কাছে এতোদিন আতিকের (২৮/১৫০৮) পরিচয় ছিল, ' কে আসবি, আয়!' হিসেবে। রিইউনিয়নে গিয়ে অরকা সদস্যরা নতুন আতিককে চিনলো। এই আতিক কনসার্টের উত্তাল ছন্দের সাথে কিম্ভুত ভঙ্গিতে বে-তালে নাচতে ওস্তাদ। ওর নাচ সম্পর্কে রায়হানের (২৬/১৩৮৪) মন্তব্য, 'এমন দৃশ্য জীবনে দেখিনি। বিশালদেহী 'আতিক নাচছে। ওর মুখ সর্বোচ্চ ব্যাসে ফাঁক করা (যে কোন সময় শুধু মশা নয় তেলাপোকাও ঢুকে যেতে পারে), চোখ দুটো এতোটাই বড়- মনে হতে পারে দুটি ফুটবল, সারা শরীর ঘেমে জবুথবু ..... মনে হচ্ছিল কোন হাঙর হঠাৎ ডাঙ্গায় এসে লাফালাফি করছে।' সাবাস! আতিক চালিয়ে যাও। একদিন নিশ্চয়ই মাইকেল জ্যাকসন চলে আসবে তোমার কাছে নাচ শিখতে।

মনেয়ারের স্মৃতি এক বিট

রি-ইউনিয়ন-এ গিয়ে ২৬তম ব্যাচের সবচেয়ে বিস্ময় এবং আনন্দমিশ্রিত হতাশার কারন ছিল মনোয়ারের (২৬/১৪০৮) স্মৃতিশূন্যতা। কলেজে সহস্র ঘটনার নায়ক মনোয়ার কলেজ জীবনের কোন স্মৃতিই মনে করতে পারছেনা (কি বিচিত্র সেলুকাস!)। ব্যাচমেটরা কলেজে থাকাকালীন ওরই ঘটানো ঘটনা নিয়ে হাসাহাসি করছে আর মনোয়ার অবাক বিস্ময়ে সেইসব ঘটনা শুনছে। অত:পর মনোয়ারের ঠোঁটে বোকার হাসি। ওর হাসি দেখে বন্ধুদের দ্বিতীয় দফা হাসি (টু ইন ওয়ান)। আরও মজার ব্যাপার, সে নাকি একদিন আগের ঘটনাও মনে করতে পারছিল না। তাহলে কি কলেজ ক্যাম্পাসের চার দেয়ালই মনোয়ারের স্মৃতিশূন্যতার কারন? সব দেখেশুনে ব্যাচমেটদের সুচিন্তিত এবং নিশ্চিত রায়, "মনোয়ারের স্মৃতি এক-বিট"।

চোর আবরারের গুমোর ফাঁস

২২ তম ব্যাচের আবরার (২২/১১৯২) কলেজে বিখ্যাত চোর হিসেবে পরিচিত ছিল তার ব্যাচমেট ও পাশের ব্যাচটির (২৩ তম) কাছে। ডাব চুরি, পেয়ারা চুরি, আখ চুরি ইত্যাদি ছোটোখাটো চুরিতে সে ছিল 'নিয়মিত চোর দল' এর কমান্ডার। এসব চুরি তার কাছে ছিল ডাল-ভাত। আবরার তার চোর প্রতিভার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটিয়েছে রাতের আঁধারে পুরো কলেজ ক্যান্টিনকে সর্বস্বান্ত করে কিংবা ডাইনিং হলের নেট কেটে শ'খানেক ক্রিম ছাড়া ক্রিমরোল চুরি করে। আবরারের এই স্বভাবটি আমাদের কাছে সুপরিচিত হলেও তার নববিবাহিতা স্ত্রীর কাছে বিষয়টি সম্পূর্ণ আড়ালে ছিল। ভাবী এসব ঘটনা জেনে কিছুটা ক্ষুব্ধ এবং তারচেয়ে বেশী বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করলেন "অশ্চর্য! আমি তো ভাবতাম আবরার ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানেনা। ছিঃ---ছিঃ---ছিঃ।" অরকা সদস্যরা সাবধান, ভুলেও ভাবীদের নিয়ে ব্যাচমেটদের সামনে যাবেননা। তাহলে আবরারের মতো আপনারো অতি সত্য কোন গুমোর ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

নির্বাচন

রিইউনিয়নের দ্বিতীয় দিন ১০ ফেব্রুয়ারি সকালে অনুষ্ঠিত হলো ২০০২-০৪ মেয়াদের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন। সকল সদস্যদের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহনে অনুষ্ঠানটি আনন্দমুখর হয়ে উঠেছিল। নির্বাচনের সাথেই ছিল স্পেশাল জেনারেল মিটিং। প্রথমে অনুষ্ঠিত মিটিং-এ উপস্থিত সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে আগামী ২০০২-০৪ মেয়াদে সকল এক্সক্যাডেটস্ এসোসিয়েসনের সম্মিলিত ফেডারেশনে যোগ না দেয়ার পক্ষে একমত হন। এই সিদ্ধান্তের পর অরকার বিদায়ী সভাপতি ও মহাসচিব তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাদের আবেগময় বতৃতায় উপস্থিত সভার অনেকেই আবেগাপুত হয়ে পড়েন। সভাপতি ও মহাসচিবের নেতৃত্বে অরকার অভাবনীয় সাফল্যের জন্য তাদের প্রতি সকল সদস্যরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এরপর বিদায়ী নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যরা মঞ্চে উপস্থিত হলে দড়িয়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। ২০০২-০৪ মেয়াদের নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী পরিচালনা করেন ১ম পাঁচটি ব্যাচের একজন করে সদস্য। প্রধান নির্বাচন কমিশনার আমীর হোসেন ভাই (১/২০) এ নেতৃত্বে গঠিত এ কমিশনে অন্য চারজন নির্বাচন কমিশনার ছিলেন রুমী ভাই (২/৫৮) তারেক ভাই (৩/১৩৩) তৌহিদ ভাই (৪/১৪৪) ও জুলফিকার ভাই (৫/২৪৫)। নির্বাচিত কমিটির পদাধিকারীরা হলেন:

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	বর্তমান ঠিকানা	ফোন
০১।	মীর্জা কামরুল হাসান (৩/১৩৯) আইনজীবি	সভাপতি	বাড়ী # ৩২/১, রোড # ৩ ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫	
০২।	আমিনুল হক চৌধুরী (৮/৪১৫) প্রকৌশলী	সহ-সভাপতি	২১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০	
০৩।	আব্দুস সোবহান (১২/৬৬২)	সহ-সভাপতি	বাড়ী # ১৭/১/সি, রোড # ৬ ধানমন্ডি, ঢাকা।	স্থপতি
০৪।	মোফাজ্জল হোসেন (১০/৫৬৭) চাকুরীজীবি	মহাসচিব	অতিরিক্ত কমিশনার ২৮/এফ সেগুন বাগিচা ঢাকা-১০০০	
০৫।	আবু আহমেদ ফেরদৌস (২১/১১৬৭) চাকুরীজীবি	অতিরিক্ত মহাসচিব	বাড়ী # ১৯, রোড # ১ ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫	
০৬।	মোঃ আজফার ইমাম (পরাগ) (১৪/৭৭৭) চাকুরীজীবি	কোষাধ্যক্ষ	সাবডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়র প্যানিং ৩, পানি উন্নয়ন বোর্ড ৭২, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫ তেজগাঁও, ঢাকা।	
০৭।	মামুনুর রশীদ (২৬/১৪২৩) ছাত্র	সাংগঠনিক সম্পাদক	১১২৬/১, পূর্ব শেওড়াপাড়া মিরপুর, ঢাকা-১২১৬	
০৮।	তারিক মাহমুদ তমাল (২২/১১৮৫) চাকুরীজীবি	প্রকাশনা সম্পাদক	ইউনিক, ১১, মহাখালী বা/এ ঢাকা-১২১২	
০৯।	মোঃ শহরিয়ার হোসেন (৩০/১৬০৪) ছাত্র	সমাজসেবা সম্পাদক	১১৬, স্যার এ.এফ.রহমান হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০	
১০।	মোঃ সামিউল হোসেন (৩০/১৫৮৯) ছাত্র ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।	সাংস্কৃতিক সম্পাদক	বাড়ী #১৩, রোড # ১	
১১।	মোঃ সাহাবুদ্দিন সরকার (১৬/৯০৪) চাকুরীজীবি	বহিঃবিশ্ব সম্পাদক	পরিসংখ্যান অফিসার পরিসংখ্যান ব্যুরো, বক # এ পরিসংখ্যান অফিস, আগারগাঁও ঢাকা-১২০৭	

১২। মোঃ ফিরোজ জামান চৌধুরী (২৭/১৪৬৪) জনসংযোগ সম্পাদক ৫৭/১৪, পূর্ব রাজাবাজার
ছাত্র (নিচতলা), ঢাকা-১২১৫

১৩। নূর মোহাম্মদ মাহবুবুল হক (১৫/৮৫০) ক্রীড়া ও বিনোদন সম্পাদক ডেপুটি কমিশনার, ৫৮/ই
চাকুরীজীবি
কাস্টমস্ অফিসার্স কোয়ার্টার
(২য় তলা) অজন্তা, রোড # ২,
বনানী, ঢাকা-১২১৩

সবশেষে সদ্যনির্বাচিত পরিষদকে সমবেত সদস্যরা আন্তরিক অভিনন্দন জানান। পরিষদ অরকাকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অরকা পলী

অরকা সবসময়ই নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তদের সুখ দু॥খের ভাগীদার হয়েছে। দূর্দশাগ্রস্ত মানুষদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য অরকা সদাপ্রত্যয়ী। এই প্রত্যয় নিয়েই গঠিত হয়েছে অরকা পলী। মোক্তারপুর-ইউসুফপুর সড়কের উত্তরদিকে কলেজের অদুরে তিন বিঘা জমি নিয়ে অরকা পলী। বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের কারণে সর্বস্ব হারানো তিরিশটি পরিবারকে এখানে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। পলীতে অরকা নিজ খরচে তাদের জন্য গৃহসংস্থান করেছে। পলীটি অরকা নর্দান জোন ও কলেজ কর্তৃপক্ষ দ্বারা যৌথভাবে পরিচালিত হয়। উদ্বোধনী দিনে পলীতে অরকা শীতবস্ত্র বিতরণ করে। অরকার পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণের কাজটি করে অরকাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন উদ্বোধনী দিবসের প্রধান অতিথি সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল হারুনুর রশীদের সহধর্মিনী বেগম লায়লা নাজনীন হারুন। এই সময় সেনাবাহিনী প্রধান ছাড়াও অরকা পলীতে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার, কলেজ অধ্যক্ষ ম. ফয়জুল হাসান প্রমুখ। প্রতিটি পরিবার থেকে একজন করে সদস্য সুশৃঙ্খল ভাবে বেগম হারুনের কাছ থেকে শীতবস্ত্র গ্রহণ করেন। উপস্থিত সকল অতিথি পলী স্থাপনের এই নিঃস্বার্থ উদ্যেগকে স্বাগত জানান। পুনবার্সিত পরিবারদের সাথে কথা বলে জানা যায় তারা অত্যন্ত আনন্দিত এত বড়ো অতিথিদেরকে তাদের মাঝে পেয়ে। তারা অরকার প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। অনুভূতি ব্যক্ত করার এই সময়ে তারা অনেকেই অশ্রুসজল হয়ে পড়েন। অরকার সাধ অনেক কিন্তু সাধ্য সীমিত। অরকা তার সামাজিক দায়িত্ব কতটুকু সুচারুভাবে পালন করেছে তার উত্তর সময়েই পাওয়া যাবে। কিন্তু এতটুকু অন্তঃত দৃঢ়তাভরে বলা যায় অরকার প্রচেষ্টা আন্তরিক। বেদনাক্লিষ্ট মুখে হাসি ফোটানোর এই সংগ্রামে অরকা সকলের অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করে।

ক্রীড়া আয়োজন রিইউনিয়ন

রিইউনিয়নের ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বয়সের গন্ডি পেরিয়ে আকাশচুম্বী উত্তেজনা। আর একারণে শুধুমাত্র খেলোয়াড়রাই নন, বরং পুরো দর্শক প্যান্ডেলই হৈ হুলোড়ে আন্দলিত হতে থাকে; বাদ যান না রেফারি কিংবা স্কোরার। এবারে রিইউনিয়নের দ্বিতীয় দিনেই শুরু হল প্রথম ক্রীড়া মহড়া– ভলিবল। অরকা সদস্য বনাম কলেজ শিক্ষক মহোদয়। সেইসাথে সংঘঠিত হল প্রথম অঘটনটা। ফেভারিট অরকা ভলিবল দল প্রাণান্তকর চেষ্টা ও পরিশ্রম করেও হোয়াইট ওয়াশ হয়ে মাঠ ছাড়ে ২-০ সেটে পরাজিত হয়ে। কিন্তু পরের দিন জয় ছিনিয়ে নেবার আত্মপ্রত্যয় নিয়ে মাঠে হাজির হয় অরকা। প্রথমে ক্রিকেট। অরকা একাদশের দুর্ধর্ষ বোলিং-

এর মুখে কলেজ ক্যাডেট একাদশ ১২ ওভারের ম্যাচে মাত্র ৭৬ রানেই গুটিয়ে যায় । এরপর মাঠে নামেন অরকা একাদশের ব্যাটস্ম্যানগণ । তাদের সেই ব্যাটিং ইনিংস সত্যিই দর্শনাতীত । আট নয় বলের একেকটি ওভারে অরকা খুব সহজেই তাদের টার্গেট অতিক্রম করে রানের ইতিহাস গড়ে তোলেন । এখানে উলেখ্য যে, অরকা একাদশের নিকট পরাজিত ক্যাডেট একাদশ এবারের আন্তঃক্যাডেট কলেজ ক্রিকেট মিট এ চ্যাম্পিয়ন দল । এরপর অরকা সদস্যরা তাদের বিজয়ের ঝান্ডা উড়িয়ে হাজির হন বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে । আর এটা বলা বাহুল্য যে ..... ভাইয়ের নেতৃত্বে গঠিত দলের সামনে ক্যাডেটদের টিকে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম । তাই যথারীতি দশ পয়েন্টের বিশাল ব্যবধানে ক্যাডেট দল ধরাশায়ী । বাস্কেটবল খেলা শেষে একজন অরকা সদস্যকে দেখা গেল বিজিত দলের একজন সদস্যকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন– **খেলায় অংশগ্রহণ বড়ো কথা নয়, জেতাটাই আসল!**

আমি একটা ভোট দাঁড়াবো

ভোর রাত পর্যন্ত বিভিন্ন রকম আনন্দ করে ঘুম থেকে উঠতে উঠতে সকাল আটটা । ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে । অরকার পরবর্তী নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন শুরু হলো বলে । প্রক্তন ক্যাডেটদের প্রায় সবাই নির্বাচন স্থলে পৌঁছে গেছে । ঘুম থেকে উঠে তাই দ্রুততায় হন্ত-দন্ত কাসিম হাউজের চার নম্বর রুমের ২২ আর ২৩ তম ব্যাচের প্রাক্তন ক্যাডেটরা । কেউ পোশাক পড়ছে, কেউ জুতো পালিশ, কেউ টুথপেস্ট নিয়ে ছোটাছুটি । সাথে সমান তালে চলছে নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য । এমনি সময় তৌফিক (২৩/১২৬১) ঘুম থেকে উঠেই পাশে বসা তমালকে (২২/১১৮৫) বললো, 'দোস্ আমি একটা ভোট দাঁড়াবো' । তৌফিক ভুল-ভাল বাক্য বললেও ওর উদ্দেশ্য বুঝে নিয়ে একটু দুর থেকে মাহমুদ (২৩/১২৭০) মন্তব্য করলো, তুই আর কোন পদে দাঁড়াবি । অরকার 'রোমান্টিক সম্পাদক' নামে কোন পদ থাকলে তোকে সেটা দেয়া যেতে পারতো । উলেখ্য, ক্যাডেট থাকাকালীন তৌফিক প্রতি টার্মের ছুটিতে একজন করে নতুন মেয়ের প্রেমে পড়তো এবং কলেজে এসে সেসব মেয়েদের উদ্ভট বর্ননায় মাতিয়ে রাখতো বন্ধুদের ।

রি-ইউনিয়ন গিফ্ট্

রি-ইউনিয়নে অংশগ্রহণ করাই ছিল যেকারোর জন্য একটা বড় প্রাপ্তি । তথাপি অংশগ্রহণকারীদের জন্য ছিল বিভিন্ন ধরনের উপহার সামগ্রী, যথা-টি শার্ট, দেয়াল ঘড়ি, জিকিউ বলপেন, ল্যাপেল পিন এবং সুভ্যেনির পেট একটি করে । ভাবীদের জন্য ছিল টেবিল ঘড়ি, পরবর্তী প্রজন্মের প্রত্যেরে জন্য একটি করে সুদৃশ্য মগ্ আর এগুলোকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছিল পাটের তৈরি চমৎকার ব্যাগ ।

সোবহান ভাই

এই সেই কৃষ্ণচূড়া...আজ থেকে একুশ বছর আগে...এইচ এস সি পরীক্ষার আগে আগে, পরীক্ষার্থী হবার সুবাদে শৃংঙ্খলা গলে দুরন্ত পনায় মেতে ওঠা...গাছ থেকে নেমেই প্রমত্ত পদ্মায় ঝাঁপ...হঠাৎ কোথা থেকে ফজলুল কাদের স্যার হাজির...অতএব ক্ষান্ত দিয়ে স্ব-স্ব হাউসে প্রত্যাবর্তন । ...আরও পরে কর্মজীবনে ততদিনে প্রবেশ হয়ে গেছে... ছবিতে গাছের এই ছয় জনের একজনকে আমরা হারালাম পার্বত্য চট্টগ্রামে

শন্তি বাহিনীর হাতে ।

স্যার আরেকবার আপনি উদয় হলেন না কেন? কলেজে কী ভাবেইনা আপনারা আমাদের আগলে রাখতেন?

২১বছর পর আমরা পারিনি বাকি পাঁচজন ওখানে আরেকবার ছবি তুলতে । বরং প্রশ্ন করেছি নিজেদেকে...আমরা পারবো কি এ পৃথিবীকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে তুলতে!!!

রি-ইউনিয়ন ২০০২ এর অংশগ্রহণ কারীদের হিসাব

ব্যাচ নং	ঢাকা জোন			রাজশাহী জোন			মোট অরকা সদস্য	মোট ভাবী	মোট শিশু	মোট অংশ গ্রহণকারী
	অরকা মেম্বার	ভাবী	ডশশু	অরকা মেম্বার	ভাবী	শিশু				
১	৫	৪	৬	০	০	০	৫	৪	৬	১৫
২	১৭	১১	১৮	০	০	০	১৭	১১	১৮	৪৬
৩	৮	১	১	০	০	০	৮	১	১	১০
৪	১০	৪	৩	৪	২	২	১৪	৬	৫	২৫
৫	৯	৭	৭	০	০	০	৯	৭	৭	২৩
৬	৭	২	২	০	০	০	৭	২	২	১১
৭	৯	১	১	০	০	০	৯	১	১	১১
৮	৪	৩	৫	২	২	৩	৬	৫	৮	১৯
৯	৯	৫	১৪	১	০	০	১০	৫	১৪	২৯
১০	২	২	৪	৬	৪	৫	৮	৬	৯	২৩
১১	৮	৬	৬	১	১	০	৯	৭	৬	২২
১২	৭	৪	৫	২	১	২	৯	৫	৭	২১
১৩	৬	২	৪	১	১	১	৭	৩	৫	১৫
১৪	৮	১	১	২	২	২	১০	৩	৩	১৬
১৫	৩	২	১	২	১	২	৫	৩	৩	১১
১৬	৭	৩	১	০	০	০	৭	৩	১	১১
১৭	৭	৫	২	০	০	০	৭	৫	২	১৪
১৮	৩	১	০	৭	৬	০	১০	৭	০	১৭
১৯	১১	১	২	২	১	০	১৩	২	২	১৭
২০	৪	২	০	১	০	০	৫	২	০	৭
২১	৯	৪	০	৩	২	০	১২	৬	০	১৮
২২	৯	৪	০	০	০	০	৯	৪	০	২৩
২৩	১১	০	০	১	০	০	১২	০	০	১২
২৪	৮	৩	০	১	১	০	৯	৪	০	১৩
২৫	৩	০	০	১	১	০	৪	১	০	৫
২৬	১৭	০	০	০	০	০	১৭	০	০	১৭
২৭	৮	১	০	৩	০	০	১১	১	০	১২
২৮	১৪	০	০	৬	০	০	২০	০	০	২০
২৯	৫	০	০	১	০	০	৬	০	০	৬
৩০	২২	০	০	২	০	০	২৪	০	০	২৪
৩১	১৬	০	০	০	০	০	১৬	০	০	১৬
৩২	৭	০	০	০	০	০	৭	০	০	৭
মোট	**২৭৩**	**৭৯**	**৮৩**	**৪৯**	**২৫**	**১৭**	**৩২২**	**১০৪**	**১০০**	**৫২৬**

মোট রেজিষ্ট্রেশন	১৯৮,৪০০
ব্যাচ অনুদান	৩৭৪,৩৫০
ব্যক্তিগত অনুদান	৬৯,০০০
বিজ্ঞাপন থেকে সংগৃহীত (সর্বশেষ)	৪৬৫,০০০

বিজ্ঞাপন এর বাকী ৮৭,০০০০ টাকার বিল সংগ্রহ বাকী আছে।

অরকা বর্ষপঞ্জি ২০০২-২০০৩

২১-০২-০২	রক্তদান কর্মসূচী
15-03-02	নৌ-বিহার
২৯-০৩-০২	কনসার্ট (সম্ভাব্য) **হয়নি**
14-04-02	রক্তদান কর্মসূচী (বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে)
০৫-০৭-০২	৩৩ তম ব্যাচের নবীণ বরন
06-09-02	অন্তকক্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগীতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
২২-১১-০২	ইফতার এবং দোয়া
03-01-03	আন্ত হাউজ ক্রিকেট প্রতিযোগীতা
২১-০২-০৩	রক্তদান কর্মসূচী
২৮-০২-০৩	অরকা পিকনিক